গ্রহের ফের
দেবদত্ত ফিল্মস

দেবদত্ত ফিল্মসের

গ্রহের ফের

রূপবাণীতে—

প্রথমারম্ভ শনিবার
৪ঠা ডিসেম্বর

দেবদত্ত ফিল্মসের

নিবেদন

গ্রহের ফের

ডাক্তার নরেশ সেনগুপ্তের

খুনের জের

কাহিনী অবলম্বনে

পরিচালক	:	চারু রায়
প্রযোজক	:	দেবদত্ত শীল
কথা	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র
গান-রচনা	:	অজয় ভট্টাচার্য্য
সুর	:	কাজী নজরুল ইসলাম
আবহ-সঙ্গীত	:	আই, এস্ ফ্রান্জ্—রাম পাল
আলোক চিত্র	:	যশোবন্ত ওয়াশিকর
,,		গৌরহরি দাস
,,		মণি গুহ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	:	ভুবন কর
,,		ধীরেন দে
,,		উমা মল্লিক
সম্পাদক	:	ভোলানাথ আঢ্য
,,	:	রাজেন চৌধুরী
শব্দ যন্ত্রী	:	সমর ঘোষ
,,		সত্যেন দাশগুপ্ত
,,		চুণিলাল দাস
নৃত্য পরিচালনা	:	সমর ঘোষ
রূপ সজ্জা	:	মণি মিত্র
ব্যবস্থাপক	:	উপেন ভঞ্জ
,,		ত্রিপুরা বন্দ্যোপাধ্যায়
,,		সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ পরিচালক	:	নির্ম্মল তালুকদার
,,		মণি ঘোষ
কারুশিল্পী	:	রমেশ দে
,,		পাঁচু শীল
মঞ্চ শিল্পী	:	মহাবীর শৃঙ্গেশ্বর

পরিচয় লিপি

সুচরিতা	....	কুমারী শীলা হালদার
লছমী	....	রমলা দেবী
মীরা	....	দেববালা
বাড়ীওয়ালী	...	মনোরমা
অন্যান্য ভুমিকা	....	মীরা ও নির্ম্মলা
সুচরিতার পিতা	....	নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
নিখিলেশ	....	যোগেশ চৌধুরী
গৌরাকান্ত	....	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বলেন	....	রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
গুরুদিৎ	....	রবি রায়
সমরেশ	....	সুবোধ মুখোপাধ্যায় (এ ঃ)
নির্ম্মল	....	ভোলা মুখোপাধ্যায় (এ ঃ)
ব্যারিষ্টার	....	সতীশ মুখোপাধ্যায়
		ফানিয়ান

নৃত্য শিল্পী	....	শ্যামসুন্দর ও অরুণা
মেস মেম্বর	...	সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, সরোজ ও অমিয় বন্দোপাধ্যায়
শম্ভু	....	গিরিন চক্রবর্ত্তী
নটবর চক্রবর্ত্তী	....	ত্রিপুরা বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য ভুমিকায়

প্রফুল্ল বন্দোপাধ্যায়, সুভেন্দু বন্দোপাধ্যায়, বিজয় মজুমদার
প্রভৃতি

দেবদত্ত প্রচার বিভাগ হইতে প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৪৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ দি ইন্টারনেশনেল প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাইমা ফিল্ম কর্ত্তৃক সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত

১৬।১।এ, বিডন ষ্ট্রীট- বি, নান
সোল সেলিং এজেন্ট।

'গ্রহের ফের'

(কাহিনী)

নিয়তি যাহাকে তাহার নিষ্ঠুরতম পরীক্ষার জন্য বাছিয়া লয় সে লাখের মধ্যে এক। 'গ্রহের ফেরের' নায়ক সমরেশ তেমনি এক জন। আমাদের সাধারণ জীবন যে পথে চলে তাহা নিরাপদ, নিয়ন্ত্রিত, বাঁধা রাস্তা ; তাহাতে দুর্গম গিরিপথের মত আকস্মিক চড়াই উৎরাই নাই, নাই অপ্রত্যাশিত বাঁকে বাঁকে বাধা বিপদ ভয় ;—কিন্তু সমরেশের পথ আলাদা। আলাদা বলিয়াই আমাদের মত বৈচিত্র্যহীন জীবনে অভ্যস্ত সাধারণের কাছে তাহার কাহিনীর এত গভীর আকর্ষণ।

সমরেশ অবশ্য সাধারণের একজনের মতই ছিল—বরং বুঝি একটু বেশী সৌভাগ্যবান। সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ঘরের ছেলে, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, থাকে একটি ছাত্রাবাসে। সার্থক প্রেমের স্পর্শে তাহার

জীবন মধুর, দিন গুলি রঙীন বলিয়া মনে হয়। সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরের যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে তাহার সহিত বিবাহ তাহার ঠিক হইয়া গিয়াছে, বিবাহের অনুষ্ঠানেরও দেরী নাই। এখন পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে। তাহাতেই তিলেক বিরহ কাহারও সহে না। একদিন সমরেশ সুচরিতার সহিত দেখা করিতে না আসিলে গোল বাধে।

সেদিন তেমনি একটু গোল বাধিবার উপক্রম। সমরেশের মেসের ছেলেরা একটু উৎসবের আয়োজন করিয়াছে। সমরেশের তাহাতে যোগ না দিলে উপায় নাই। অথচ তাহারই ভিতর প্রিয়ার চিঠি লইয়া চাকর আসিয়া হাজির। সুচরিতা একটা ছুতা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। মেসের ছেলেরা সমরেশকে ছাড়িতে চায় না—সমরেশ না থাকিলে সমস্ত উৎসবটাই পণ্ড হইবে। অথচ প্রিয়ার আহ্বান ও উপেক্ষা করিবার শক্তি সমরেশের নাই। অবশেষে অনেক কষ্টে, বন্ধুদের তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসার প্রতিশ্রুতি দিয়া সমরেশ ছুটি পাইল।

নিয়তি অলক্ষ্যে বোধহ'ল হাসিলেন....

সমরেশকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সুচরিতার ছলটুকু ধরা পড়িতে দেরী হইল না। ধরা পড়ার পর যথারীতি রাগ, অভিমান, সমরেশের সাধ্য-সাধনা শেষ মিট মাট। শেষ পর্য্যন্ত সুচরিতার জেদই বজায় রহিল। মেসের অনুষ্ঠানে সমরেশকে সে যাইতে দিবে না। তাহার বদলে সমরেশ সুচরিতা ও তাহার বন্ধুকে লইয়া গেল এম্পায়ারে।

এম্পায়ারের 'শো' ভাঙ্গিবার পর সুচরিতাদের গাড়িতে তুলিয়া সমরেশকে একাই চলিয়া আসিতে দেখা গেল!

কিন্তু কোথায় গেল সমরেশ?

বন্ধুরা চিন্তিত। মেসের অভিনয়, উৎসব, অনুষ্ঠান, এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গেছে। সমরেশের তবু দেখা নাই।

নিদ্রিত নগরের উপর অন্ধকার রাত্রি গাঢ় গহন হইয়া ওঠে। যাহা কিছু বিকৃত কুৎসিত, ঘৃণিত, আলোতে মুখ দেখাইতে যাহা লজ্জা পায় তাহাদের আত্মপ্রকাশের এইত পরম অবসর। অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদ বিচরণ করে আর নগরের জটীল অরণ্যে তাহার চেয়েও বিভীষিকাময় লোভ হিংসা লালসার মূর্ত্ত রূপ সঞ্চরণ করিয়া ফেরে।

এমন রাত্রে সমরেশ কোথায় ?

রাত্রির শেষ প্রহর। মুচিপাড়া থানার টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। রহস্যময় অজানা কে একজন লোক ফোন করিতেছে,—"হাড়কাটা লেনে খুণ হয়েছে, আসামী তালা বন্ধ, শীঘ্র আসুন।"

ইনস্পেক্টার নির্ম্মল বাবু ভাল করিয়া খোঁজ লইবার পূর্ব্বেই রহস্যময় সংবাদদাতা ফোন কাটিয়া দেয়।

তবু নির্ম্মল বাবু সদলে চলেন এনকোয়ারীতে।

এতক্ষণে বুঝি সমরেশের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু এ তাহার কি রূপ! কোথায় সে আসিয়াছে! অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিবার পর দেখা যায়, রাত্রের উচ্ছৃঙ্খল ব্যসন উৎসবের উপকরণ চারিদিকে ছড়ান—ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার গ্লাশ, সুরার বোতল। তাহারই মধ্যে এমন গাঢ় রক্তের ধারা কোথা হইতে আসিল!

সমরেশের জামায় কাপড়ে হাতেও যে রক্ত !

রক্ত কোথা হইতে যে লাগিয়াছে তাহা এবার বোঝা যায়। মেঝেয় বিশৃঙ্খল শয্যার উপর একটি রমনীর রক্তাক্ত মৃত দেহ পড়িয়া আছে।

সমরেশকে ব্যাকুলভাবে পাশের ঘরের দরজার শিকল খুলিয়া ফেলিতে এবার দেখা যায়। দরজার ওপর পারে সুন্দরী একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দাঁড়াইয়া। পোষাক দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয় না। সে কে ?

ওদিকে পুলিশ সে বাড়ীতে খানা তল্লাসীতে আসিয়া পড়িয়াছে যে। নীচের তলার বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া সাব ইনস্পেক্টার নির্ম্মল বাবু খুন সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেছেন।

সমরেশ ইতিমধ্যে পোষাক বদলাইয়াছে দেখা যায়। এক দিকের জানলা ভাঙ্গিয়া পাকান শাড়ীর রজ্জু বাহিয়া মেয়েটিকে লইয়া তাহাকে পলায়ন করিতে দেখা যায়।

পুলিশ উপরে উঠিয়া আসিয়া বাড়িওয়ালীর ঘরে উপস্থিত। রহস্যময় সংবাদদাতা ঠিক বলিয়াছে। ঘরের দরজার বাহির হইতে তালা দেওয়া। কিন্তু তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিবার পর খুনীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুলিশ খোঁজ খবর লইয়া জানিতে পারে চুরী-করা একটি মেয়েকে লইয়া খুনী সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পুলিশকে একেবারে ফাকি সে দিতে পারে নাই। তাহার কাপড় জামা জুতা তাহার বিরুদ্ধে চরম সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান

রাত্রি প্রভাত হইল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাগজ-ফিরিওয়ালারা খবর হাঁকিতেছে। খুনের খবর ?

না খুনের খবর নয় ! রাত্রির যবনিকার আড়ালে শুধু ওই একটি ঘটনাই ত ঘটে নাই। ফিরিওয়ালারা দিনাজপুরে একটি বোমা বিস্ফোরণের খবর হাঁকিতেছে। খবরের শিরোনামায় জনৈক পলাতক রূপে সমররায়ের নাম !

মেসের ছেলেরা সকাল পর্য্যন্ত সমরেশ ফিরিয়া না আসায় চিন্তিত। হঠাৎ খবরের কাগজে বোমার সংবাদের সঙ্গে সমর রায়ের নাম পাইয়া তাহারা বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ঠিক হইল সমরেশের রাত্রিতে নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরটা অন্ততঃ থানায় পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার।

থানার ইনস্পেক্টার গৌরীকান্ত বাবু খুনের তদন্ত হইতে ফিরিয়া মেসের ছেলেদের কাছে সমরেশের রহস্যজনক অন্তর্দ্ধানের খবর পাইলেন। খবরের কাগজ তাঁহারও হাতে পড়িয়াছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে করিয়া নির্ম্মল তদন্ত হইতে ফিরিবার তিনি পর তাহাকে মেসে একবার খোঁজ খবর লইতে বলিলেন ; দরকার বোধ করিলে আই,বি পুলিশকে জানাইয়া দিবার আদেশও দিলেন।

অদৃশ্য ঘটনার সূত্রে নিয়তি আর একটি গ্রন্থি বন্ধন করিল।

তদন্তে গিয়া সাব ইনস্পেক্টার নির্ম্মল সমরেশের কাপড়ে ধোপার চিহ্ন তাহার জুতার মাপ প্রভৃতি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া সেগুলি লইয়া আসিল।

ওদিকে সমরেশ এখনও নিরুদ্দেশ।

তাহার পিতা মেসের ছেলেদের এক টেলিগ্রাম পাইয়া ব্যাকুলভাবে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন ভাবী বেহাই সুচরিতার পিতার সহিত পরামর্শ করিতে। সেখানে সমরেশের একটি চিঠি দেশ হইতে পোষ্টাফিস ফেরৎ হইয়া আসিয়া পৌঁছায়। সংক্ষিপ্ত চিঠি ;—'কোন অপ্রত্যাশিত কারণে আমাকে কলিকাতা ছাড়িতে হইয়াছে। সব কথা বলিবার উপায় নাই।"

অপ্রত্যাশিত কারণটা কি? সুচরিতা ব্যাকুল হইয়া ভাবে। সমরেশের পিতা ভাবিয়া কূল পান না।

পুলিশ ও সেই রহস্যের সূত্র উদ্ধার করিতে চায়!

কয়েকদিন পরের কথা। রাত্রি এগারটা। সুরচিতা সমরেশের গোপন একটি চিঠি পাইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সমরেশ নিঃশব্দে চোরের মত আসিয়া দেখা করিল।

"সব কথা খুলে বলবার উপায় নেই সুচরিতা, কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস কর!"

সুচরিতা ব্যাকুল ভাবে জানায় ;—বিশ্বাস তাহার অটুট!

তবু সমরেশ বলে, "এমন সব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি যা পরের মুখে শুনলে তুমি হয়তো.... ...

"তোমায় ছেড়ে পরের কথা বড় করব। না, না,".... ...
কথা তাহাদের শেষ হয় না।

নীচে পুলিশ আসিয়াছে সমরেশের খোঁজে।

সুচরিতা পিতাকে ডাকিতে চায়, সমরেশ বলে, না প্রয়োজন নাই। সে নিজে গিয়াই দেখা করিবে।

পুলিশ প্রশ্ন করে ঃ— আপনি সমরেশ বাবু?

হ্যাঁ কি দরকার!

আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, দিনাজপুর বম্বকেসের।

দিনাজপুর বম্বকেসের!

সমরেশ হয়ত বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না সুচরিতার অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে সমরেশকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া যায়।

বোমার মামলায় কিন্তু সমরেশ শেষ পর্য্যন্ত জড়াইয়া থাকে না।

পুলিশ হাড়কাটা খুনের আসামী রূপে নূতন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। চুরি করিয়া আনা একটি মেয়ের জন্য হাড়কাটার একটা বাড়ীওয়ালীকে খুন করিয়া সে পলাতক—ইহাই তাহাদের অভিযোগ।

সে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব হয় না। নিরুদ্দিষ্টা লছমীর সাক্ষ্যেও সমরেশ রেহাই পায় না।

জুরীরা একমত হইয়া তাহাকে দোষী বলিয়া রায় দেয়!

তারপর ....

গান

১

গোধূলি বেলায় প্রদীপ ভাসানু
অশ্রুমতীর নীরে,
নিভানো প্রদীপ ফিরে এলো হায়
তুমি তো এলে না ফিরে —শীলা

২

তবু মনে হয় ভোলনি আমায়
আসিবে আবার আলোক-ভেলায়
বাহিরে রচিয়া বিরহ আঁধার
আসিবে হৃদয় তীরে
হবেনা বিফল প্রদীপ ভাসানো
অশ্রুমতীর নীরে —শীলা

৩

সহসা পরাণে কে বাজাল বাঁশী
আকাশের চাঁদে হের কার হাসি
তব দেওয়া নামে কে ডাকে আমায়
কে ডাকে সলাজে ধীরে
নিভানো প্রদীপ উঠিল জ্বলিয়া
বঁধূ বুঝি এলো ফিরে —শীলা

৪

মোরা ডাক্তার. সবে মিলে গাহি ছুরি ও কাঁচির জয় !
বাঁচাইয়া মারি, মারিয়া বাঁচাই ভিজিটে সকলি হয় ।
বুক ফেটে কার হয়েছে ঝাঁঝর
প্রাণ জ্বলে হল ভাজা সে পাঁপর
কপাল পুড়িয়া ছাই হ'ল কার এস ভাই নাহি ভয় ।
তোমাদের লাগি শীতল অমিয় ইন্‌জেকশনে রয় ।
আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ কার,
গোদের উপরে বিষ-ফোড়া যার

তাদেরো ওষুধ দিই মোরা তবে অল্প টাকায় নয়।
বিনা মেঘে মাথে বজ্র পড়িলে
সরিষার ফুল নয়নে হেরিলে
অবহেলে সারি ধন্বন্তরী, আমাদের লোকে কয়।
(এবার) মানুষের পিঠে লেজ জুড়ে দিয়ে লভিব পরম জয়।

মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টস্

৫

একটি মধুর রাতি,
বাসর ঘরে জ্বালা যেন একটি মিলন বাতি।
চাইলি যারে জনম ভরে
পেলি তারে ক্ষণ তরে
নীড়-ভাঙ্গা কোন ঝড় বাদলে হারিয়ে গেল সাথী।
মিলন রাতি হলো যে তোর দুখের চির রাতি।

৬

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখান্তিয়া
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ
সঘনে খর-শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ-শত-শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাহুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

—শীলা

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

PRIMA FILMS LTD.

প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড